সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কৃষক নজরুল ইসলামকে র‍্যাব কর্তৃক আটকের পর গুম করে রাখার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৩ জুন ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.৩০ টায় সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল গ্রামের মৃত সোলায়মান সরকার ও জহুরা বেগম এর ছেলে মোঃ নজরুল ইসলামকে (৩৮) সাদা পোশাকধারী র‍্যাব (র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন)-১২ এর সদস্যরা ধরে নিয়ে গুম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রেলক্রসিংয়ের পাশে সবজি ক্ষেতে কাজ করার সময় মোঃ নজরুল ইসলামকে র‍্যাব সদস্যরা আটক করে। এরপর তাঁকে ধরে জোর করে মোটর সাইকেলে উঠিয়ে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে নিয়ে আটক করে রাখা হয়। এরপর থেকে নজরুল ইসলামের কোন খোঁজ নেই বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- নজরুল ইসলামের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

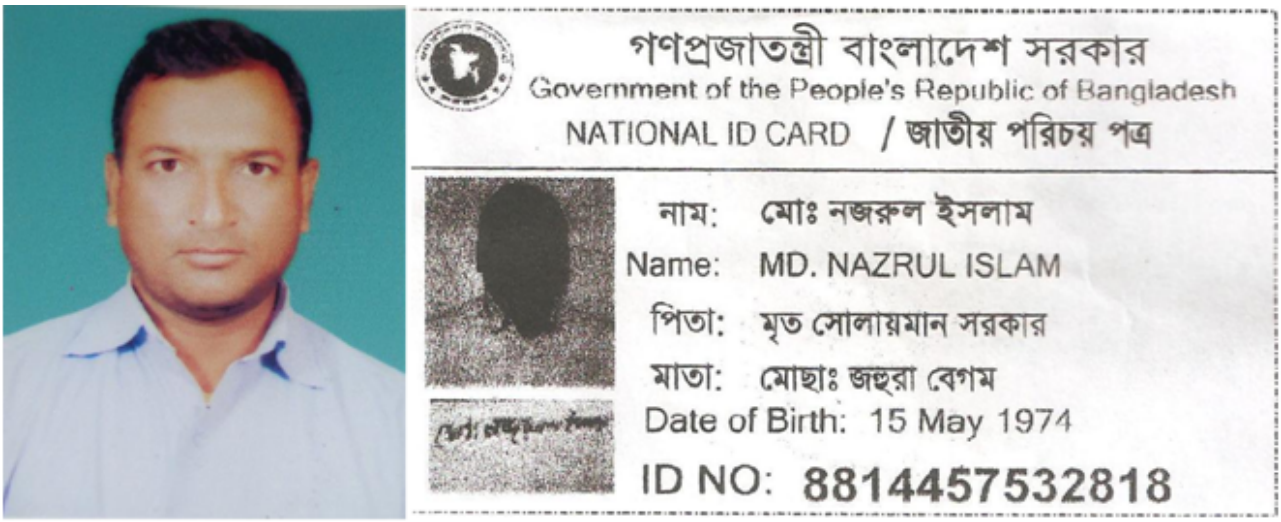

ছবি: মোঃ নজরুল ইসলাম এবং তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্র

জহুরা বেগম (৬০) নজরুল ইসলামের মা

জহুরা বেগম অধিকারকে বলেন, নজরুল পেশায় একজন কৃষক। ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় তাঁর ভাতিজি খাদিজা তাঁকে জানায় যে, মোঃ নজরুল ইসলামকে র‍্যাব সদস্যরা আটক করে জোর করে মোটরসাইকেলে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে সে সময়েই তিনি

নজরুলের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন এবং ঝাঐল রেলক্রসিংয়ের কাছে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে পারেন যে, নজরুলকে র‍্যাব সদস্যরা কিছুক্ষণ আগে আটক করে নিয়ে গেছে। নজরুলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর নাতি মোঃ নাছিম সরকার এর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, বাড়ির পাশে সবজি ক্ষেতে নজরুল যখন বেগুন গাছের পরিচর্যা করছিল তখন সেখান থেকে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আড়িয়ামোহন গ্রামের মোঃ গোলাম রব্বানী এবং কালিয়া কান্দাপাড়া গ্রামের বাবু মুন্সি তাঁর ছেলেকে ঝাঐল রেলক্রসিংয়ের কাছে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে হঠাৎ করেই অপরিচিত সাদা পোশাকধারী দুইজন লোক নজরুলকে জাপটে ধরে। তখন নজরুল এবং ওই লোকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ওই সময়ে রেলক্রসিংয়ের কাছে উপস্থিত এলাকাবাসী নজরুলকে ধরে রাখতে দেখে অপরিচিত ওই সাদা পোশাকধারী লোকগুলোকে প্রশ্ন করে যে, তারা নজরুলকে কেন ধরেছে? এলাকাবাসীর কাছে তখন ওই লোকগুলো নিজেদেরকে র‍্যাব-১২ এর সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের মধ্যে একজন পরিচয়পত্র বের করে দেখায়। সেখানে উপস্থিত লোকজন পরিচয়পত্রে ওই লোকের নাম এসআই কামরুজ্জামান লেখা দেখেন।

জহুরা বেগম অধিকারকে আরও জানান, নজরুলকে ধরে নিয়ে সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল (বর্তমানে জাতীয় জুট মিল) এর ভেতরে অবস্থিত র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ের সামনে অবস্থিত দোকান মালিকরা নজরুলকে দেখতে পাওয়ার খবর তাঁকে জানায়। ১৪ জুন ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় তিনি তাঁর মেয়ের স্বামী আবুল কাশেমকে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে নজরুলের খোঁজ করতে যেতে বলেন। তখন নজরুলের স্ত্রী ঝর্ণা আক্তারও আবুল কাশেমের সঙ্গে যান। র‍্যাব সদস্যরা আবুল কাশেমকে জানায় যে, নজরুল সেখানে নেই। নজরুলকে উদ্ধার করার জন্য র‍্যাব-১২ এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ছবিঃ কামারখন্দের ঝাঐল রেলক্রসিং, যেখান থেকে র‍্যাব সদস্যরা নজরুলকে আটক করে

মোসাম্মৎ ঝর্ণা আক্তার (৩০), নজরুল ইসলামের স্ত্রী

মোসাম্মৎ ঝর্ণা আক্তার অধিকারকে বলেন, ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁর স্বামী বাড়ির কাছেই বেগুন ক্ষেতে কাজ করছিলেন। বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ তাঁর স্বামীর বোন খাদিজা বাড়িতে এসে তাঁকে এবং তাঁর শাশুড়িকে জানান যে, র‍্যাবের দুইজন সদস্য তাঁর স্বামীকে ঝাঐল রেলক্রসিংয়ের কাছ থেকে জোর করে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে গেছে।

তিনি রেলক্রসিংয়ের এর কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, র‍্যাব সদস্যরা তাঁর স্বামীকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী বাধা দেয়। বাধা পেয়ে সেই সময় একজন শার্টের পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে এলাকাবাসীকে দেখায়। পরিচয়ত্রে এসআই কামরুজ্জামান লেখা ছিল। সেখানে উপস্থিত লোকজন নিশ্চিত হন যে, লোকগুলো র‍্যাব সদস্য এবং তাদের মধ্যে একজন এসআই কামরুজ্জামান। ঝর্ণা তখন আবুল কাশেমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর খোঁজ নেয়ার জন্য সিরাজগঞ্জে র‍্যাব-১২ কার্যালয়ে যান। র‍্যাব-১২ কার্যালয় থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, নজরুল ইসলাম নামে সেখানে কেউ আটক নেই। ১৬ জুন ২০১২ তিনি কামারখন্দ থানায় গিয়ে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন বলে জানান।

ছবিঃ নজরুল ইসলামের স্ত্রী ও সন্তানরা

ছবিঃ গুম হওয়ার আগে এই সবজি ক্ষেতে নজরুল কাজ করেন

মোঃ নাছিম সরকার (১৮), নজরুলের ভাতিজা এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ নাছিম সরকার অধিকারকে বলেন, ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় তিনি ক্রিকেট খেলা শেষে ঝাঐল রেলক্রসিংয়ের কাছে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর চাচা নজরুল ইসলামকে মোঃ গোলাম রব্বানী ও বাবু মুন্সির সঙ্গে রেলক্রসিংয়ের দিকে হেঁটে আসতে দেখেন। কিছুক্ষণ পর দুইজন অপরিচিত লোক এসে হঠাৎ করে তার চাচার কোমরের লুঙ্গি চেপে ধরে। এ সময় তাঁর চাচা ওই লোকগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। এরপর ওই লোকগুলো একটু দূরে রাখা মোটর সাইকেলের দিকে তাঁর চাচাকে টেনে নিয়ে যায় এবং তড়িঘড়ি করে মোটর সাইকেলে ওঠানোর চেষ্টা করে। সে সময়ে নাছিম এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য এলাকাবাসী ঘটনাটি দেখতে পেয়ে নজরুলের কাছে যান এবং নজরুলকে আটক করে নিয়ে যেতে ওই লোকগুলোকে বাধা দেন। লুঙ্গি এবং শার্ট পরিহিত অপরিচিত ওই দুই ব্যক্তির কাছে এলাকাবাসী তাদের পরিচয় জানতে চাইলে ওই লোকগুলো এলাকাবাসীর কাছে নিজেদেরকে র‍্যাব-১২ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। এলাকাবাসী তাদের পরিচয়পত্র দেখাতে বললে তাদের মধ্যে একজন শার্টের পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে দেখায়। মোঃ নাছিম সরকার তখন ওই লোকের পরিচয়পত্রে এসআই কামরুজ্জামান নাম লেখা দেখতে পান। র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় জানতে পেরে এলাকাবাসী তখন আর তাদের বাধা দেয়নি। এসআই কামরুজ্জামান তার চাচাকে মোটর সাইকেলে উঠিয়ে নেয়ার সময় তিনি মোটর সাইকেলের পেছনে তাকিয়ে দেখেন যে, মোটর

সাইকেলের নম্বর প্লেটে কোন নম্বর নেই। মোটর সাইকেলে কোন নম্বর নেই কেন জানতে চাইলে এস আই কামরুজ্জামান তাঁকে জানায় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোটার সাইকেলের নম্বর প্রয়োজন হয় না। এরপর তিনি র‍্যাব-১২ কার্যালয়ে যান কিন্তু সেখানে তাঁর চাচা নজরুল ইসলামকে আটক করে রাখা হয়নি বলে র‍্যাব-১২ কার্যালয় থেকে জানানো হয়।

মোঃ রফিকুল ইসলাম (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ রফিকুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় তিনি ক্রিকেট খেলা শেষে ঝাঐল রেলক্রসিংয়ের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দুইজন অপরিচিত লোককে নজরুল ইসলামের কোমড়ে ধরে রাখতে দেখেন। নজরুল ধস্তাধস্তি করে তাদের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ঘটনাটি দেখে তিনি নজরুলের সঙ্গে ওই লোকগুলোর কি হয়েছে তা বোঝার জন্য এগিয়ে যান। অপরিচিত ওই লোকগুলো একটি মোটরসাইকেলের কাছে নজরুলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নজরুলকে যাতে না নিতে পারে সেজন্য উপস্থিত এলাকাবাসী বাধা দেয়। তিনি ওই লোকগুলোর কাছে নজরুলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চান। তখন তাদের মধ্যে একজন নিজেদের র‍্যাব সদস্য পরিচয় দেয় এবং উপস্থিত সবাইকে পরিচয়পত্র বের করে দেখায়। পরিচয়পত্র দেখানোর পরে উপস্থিত গ্রামবাসীর সঙ্গে তিনিও অপরিচিত ওই লোকগুলোকে র‍্যাব সদস্য বলে মনে করেন।

মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার (৪০),গুম হওয়া ব্যক্তির বড় ভাই

মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার অধিকারকে বলেন, ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৬.০০ টায় তাঁর ছেলে মোঃ নাছিম সরকার তাঁকে জানায় যে, বাড়ির পাশে সবজি ক্ষেতে কাজ করার সময় তাঁর ছোট ভাই নজরুলকে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে দুইজন লোক ধরে নিয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের খোঁজে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে যান। কিন্তু র‍্যাব-১২ এর কার্যালয় থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, নজরুল নামে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তিনি জানান, রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় নজরুলকে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে ঢোকানোর সময় গেটের আশেপাশে থাকা দোকান মালিকসহ অনেকেই তা দেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ১৬ জুন ২০১২ সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন।

ছবিঃ প্রতিবেশী শামিমের বাড়ির সামনে গোল চিহ্নিত জায়গায় র‍্যাব সদস্যদের মটরসাইকেল রাখা হয়। সবজি ক্ষেতের পাশে এই পথ দিয়ে নজরুল র‍্যাব সদস্যদের কাছে যায়।

ক্যাপ্টেন মেহেদী, এ্যাডজুট্যান্ট, র‍্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ

ক্যাপ্টেন মেহেদী অধিকারকে জানান, নজরুল নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁদের পক্ষ থেকেও তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা নজরুলকে আটক করে র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে নিয়ে এসেছে বলে নজরুলের পরিবার থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। এছাড়া এসআই কামরুজ্জামান নামে কোন র‍্যাব সদস্য র‍্যাব-১২ এর কার্যালয়ে নেই বলে তিনি জানান।

মোঃ আব্দুল হালিম, ইন্সপেক্টর, (তদন্ত) কামারখন্দ থানা, সিরাজগঞ্জ

মোঃ আব্দুল হালিম অধিকারকে জানান, ১৩ জুন ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় র‍্যাব পরিচয়ে নজরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেছে বলে তিনি নজরুলের পরিবার এবং স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারেন। ১৬ জুন ২০১২ নজরুল ইসলামের পরিবার এ ব্যাপারে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। মামলা নম্বর ৬, তারিখঃ ১৬.০৬.১২, ধারা-৩৪৬/৩৪ দণ্ডবিধি। তিনি নিজেই মামলাটির তদন্ত করছেন। ইতিমধ্যে তিনি নজরুলের বড়ভাই নুরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নজরুলকে খুঁজে বের করার জন্য সিরাজগঞ্জ, বগুড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করেছেন।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

বাংলাদেশে বিপজ্জনক হারে নাগরিকদের গুম করে ফেলার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও দায়মুক্তির বিরুদ্ধে সরকার যে অবস্থান ঘোষণা করেছিল ইতিমধ্যেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

র‍্যাব-১২ এর সদস্য কর্তৃক কৃষক নজরুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যাবার সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকলেও র‍্যাব তা অস্বীকার করছে। এটা গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী গুম এর ঘটনা। এ ঘটনায় অধিকার উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার এই ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ঘটনা আমলে নেবার আবেদন জানাচ্ছে এবং একই সঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত করা এবং নজরুল ইসলামকে খুঁজে বের করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-